

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম  
সজাগ ফাউন্ডেশন এর গঠনতন্ত্র

১. অনুচ্ছেদ ১ঃ পরিচিতি
২. অনুচ্ছেদ ২ঃ কো-ফাউন্ডার এবং ফাউন্ডার সদস্য
৩. অনুচ্ছেদ ৩ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৪. অনুচ্ছেদ ৪ঃ সদস্য
  - ৪.১ সাধারণ সদস্যপদ
  - ৪.২ সদস্যদের আচরনবিধি
  - ৪.৩ সাধারণ সদস্যদের অধিকার
  - ৪.৪ সদস্যপদ বাতিল
  - ৪.৫ কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি
  - ৪.৬ আজীবন সদস্যপদ
  - ৪.৭ সম্মানিত সদস্য
  - ৪.৮ অব্যহতি
  - ৪.৯ সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা
৫. অনুচ্ছেদ ৫ঃ উপদেষ্টা পরিষদ
  - ৫.১ উপদেষ্টা কমিটি
  - ৫.২ উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা
৬. অনুচ্ছেদ ৬ঃ কার্যকরী পরিষদ
  - ৬.১ কার্যকরী পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা
  - ৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন প্রকৃতি
  - ৬.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নিয়ম
  - ৬.৪ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার
  - ৬.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী
  - ৬.৬ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বর্জনীয়
  - ৬.৭ কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগের নিয়ম
  - ৬.৮ কার্যনির্বাহী পর্ষদে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি
  - ৬.৯ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা
  - ৬.১০ কার্যকরী সদস্যপদ বাতিল
  - ৬.১১ অভিসংশন
৭. অনুচ্ছেদ ৭ঃ আয়-ব্যয়
  - ৭.১ ব্যাংক হিসাব
  - ৭.২ সংগঠনের আয়ের উৎস
  - ৭.৩ সংগঠনের ব্যয়ের উৎস
  - ৭.৪ সংগঠনের অর্থিক অবস্থা প্রদর্শন
  - ৭.৫ সীমাবদ্ধতা
৮. অনুচ্ছেদ ৮ঃ নির্বাচন
  - ৮.১ নির্বাচন কমিশন
  - ৮.২ নির্বাচিত পদসমূহ
  - ৮.৩ অন্যান্য পদসমূহ পূরণের প্রক্রিয়া
  - ৮.৪ নির্বাচন কমিশনের সময়কাল
৯. অনুচ্ছেদ ৯ঃ বিভিন্ন প্রজেক্ট কমিটি
  - ৯.১ প্রজেক্ট কমিটি
  - ৯.২ সহযোগী কমিটি

অনুচ্ছেদ ১ : ( পরিচিতি )

সজাগ ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

১.১ সংগঠনের নাম : সজাগ ফাউন্ডেশন

১.২ প্রতিষ্ঠাকাল : ০১ জুন ২০১৩

১.৩ বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের সকল সেচ্ছাসেবি কর্মকাণ্ডে আগ্রহী নাগরিককে নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন মূলক সংগঠন ।

১.৪ মূলমন্ত্র : "dreaming for a waking nation" স্বপ্ন জাগ্রত জাতির

১.৫ গঠনতন্ত্র : সজাগ ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত চক অনুযায়ী গঠিত-

- পাঁচ বা সাত সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ
- ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি

১.৬ দপ্তর : শাহরাস্তি পৌরসভা ভবন, শাহরাস্তি, চাঁদপুর ।

১.৭ প্রতিকৃতি : নিম্ন অংকিত প্রতীকটি সজাগ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত হল । যাহা ইংরেজী বর্ণ "SOJAG FOUNDATION" নিয়ে গঠিত । SOJAG শব্দটি একটি চোখ দ্বারা আবদ্ধ, চোখের তারাটি ইংরেজী বর্ণ 'O' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যার মধ্যখানে বাংলাদেশ এর মানচিত্র অংকিত রয়েছে । "SOJAG FOUNDATION" শব্দটির চারপাশে আয়তাকার রেখা দ্বারা আবদ্ধ এবং নিচের অংশে "dreaming for a waking nation" ( স্বপ্ন জাগ্রত জাতির ) লিখাটি রয়েছে ।



১.৮ সজাগ ফাউন্ডেশন এর মনোছাত্রাম এর কালার : চার পাশের বর্ডার এর রং কালো ব্যাকগ্রাউন্ড এর রং সাদা বর্ণগুলোর কালার কমলা এবং চোখের রে গুলোর রং কালো ।

১.৯ কার্যক্রম : সকল প্রকার সেচ্ছাসেবি কার্যক্রমে আমরা সহযোগীতা করার চেষ্টা করবো ।

১.১০ আদর্শ ও মূলনীতি :

- মানবতা ( Humanity )
- পক্ষপাতহীনতা ( Impartiality )
- নিরপেক্ষ ( Neutrality )
- স্বাধীনতা ( Independence )
- স্বেচ্ছামূলক সেবা ( Voluntary Service )
- একতা ( Unity )
- সার্বজনীনতা ( Universality )

১.১১ কার্যকাল : প্রতিষ্ঠানটি আজীবন মেয়াদেও জন্ম চলবে ।

১.১২ প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে গঠনতন্ত্রেও সংশোধন, বিয়োজন ও সংযোজন অধিকার রাখে

১.১৩ শপথনামাঃ

আমি ..... শপথ করিতেছি যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে সম্পন্ন করিবো । কোন রাগ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সম্পন্ন নিরপেক্ষভাবে সকল সদস্য তথা সমাজের সকলের প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করবো । সজাগের সংবিধানের সকল ধারা ও উপধারাকে পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে অনুসরণ করে সজাগ ফাউন্ডেশনের আদর্শকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত থাকিব । পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা আমার সহায় হউন, আমিন ।

## অনুচ্ছেদ -২ :

কো-ফাউন্ডার :

- ❖ মো: এমরান হোসেন সাদ্দাম
- ❖ মো: মহিবুল্লাহ

যেহেতু এই দুজন ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে সজাগ ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে তাই এই দুই জন কো-ফাউন্ডার হিসেবে সবসময় অধিষ্ঠিত থাকবেন । কো-ফাউন্ডার হচ্ছে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় পদ ।

ফাউন্ডার সদস্য :

- ❖ মো: সাইফুদ্দিন ভূইয়া ফরহাদ

- ❖ মো: মহিন উদ্দিন
- ❖ মো: রিয়াদ হোসেন
- ❖ মো: আবু সাঈদ পিন্টু
- ❖ মো: জিয়াউল আরেফীন তুহিনে
- ❖ মা: সাফায়াত হোসেন সোহাগ
- ❖ মো: কবির হোসেন
- ❖ সৌমেন কুমার দে
- ❖ মো: সাখায়াত হোসেন সোহাগ
- ❖ এস এম নাসিম রুবেল
- ❖ মো: মেহেদী হাসান
- ❖ মো: ইব্রাহিম খলিল
- ❖ রকি সাহা

এরা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য । এদেও সর্বাঙ্গিক সহযোগীতা, ত্যাগ, অনুদান এর ফলে আজ সংগঠন তার পরিপূর্ণতা আর্জন করেছে । সজাগ ফাউন্ডেশনের যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপরোক্ত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আগ্রাধিকার ভিত্তিতে দাওয়াত দিতে হবে ।

#### অনুচ্ছেদ ৩ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান ।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী
- বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ।
- পাঠাগার স্থাপন, বিষয়ভিত্তিক ও সাধারণ জ্ঞান অর্জন এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়ন এর ব্যবস্থা ।
- ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়তে সহায়তা ।
- সজাগ ফাউন্ডেশন এর সং, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করন ।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন ।
- বাৎসরিক ম্যাগাজিন প্রকাশ, ভবিষ্যতে স্থানীয় দৈনিক বা বুলেটিন প্রকাশ
- জাতির ত্রাণিকালে বা দুর্যোগকালে সেচ্ছাসেবি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ।
- গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন সময় প্রদান করা ।
- আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে পজিটিভি তুলে ধরা ।
- পরিবেশ দূষণ রোধে ভূমিকা
- দুস্থ এবং অসহায় গরীব মহিলাদেও উন্নয়নে সহায়তা
- আসহায় মানুষকে সেচ্ছায় রক্ত দান প্রয়োজনে রক্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে তা ফ্রি দান করা ।
- ফ্রি রক্তের গ্রুপিং, ডায়াবেটিস টেস্ট, ওজন পরিমাপ, প্রেসার পরিমাপ কর্মসূচি ।
- দারিদ্র এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ফ্রী ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল ক্যাম্প ।
- বেকার যুবকদের বিনামূল্যে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষন প্রদান ।
- যুব সমাজকে মাদকমুক্ত করতে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ।
- যুব সমাজকে জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে সহায়তা করন ক্যাম্পেইন ।

#### অনুচ্ছেদ ৪ঃ ( সদস্য )

##### ৪.১ সাধারণ সদস্যপদঃ

- ৪.১.১ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যারা সেচ্ছাসেবামূলক কাজ করতে আগ্রহী তারা সজাগ ফাউন্ডেশনের সদস্য হতে পারবে । তবে সংগঠনের ছাপানো ফরম পূরন করে সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে হবে এবং ফরম এর জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে । আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশ এর নাগরিক হতে হবে ।
- ৪.১.২ সদস্য ফরম পূরনের পর সংগঠনের যে কোন সেচ্ছামূলক কাজে যোগ দিতে বাধ্য থাকবে । অবশ্যই সেচ্ছাসেবক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে । আবেদনকারীকে অবশ্যই জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে, যে কোন আবস্থায় যে কোন কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে । আবেদনকারী প্রত্যক্ষ ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না ।
- ৪.১.৩ কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হবার অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন ।

- ৪.১.৪ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সদস্য পদ কার্যকর হবে ।
- ৪.১.৫ প্রত্যেক সদস্যর জন্য সজাগ ফাউন্ডেশনের একটা ইউনিক কোড হবে ।
- ৪.১.৬ সজাগ ফাউন্ডেশনের সেচ্ছাসেবি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক ন্যূনতম ১০ টাকা হারে অনুদান প্রদান করতে হবে ।
- ৪.১.৭ অবশ্যই সজাগ ফাউন্ডেশনের মূলনীতি ও আদর্শের সাথে একত্বতা পোষন করতে হবে ।
- ৪.১.৮ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ প্রদান বা গ্রহণে বয়স, রঙ, ধর্মমত, বৈবাহিক অবস্থা, জাতীয়তা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, জাতি, লিঙ্গ ভিত্তিক কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না ।

## ৪.২ সদস্যদের আচরন বিধি :

- ৪.২.১ সকল সদস্য অবশ্যই সংঘঠনের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলতে হবে ।
- ৪.২.২ সকল সদস্যকে অবশ্যই চেইন অব কমান্ড মেনে চলতে হবে ।
- ৪.২.৩ কোন আবস্থাতেই সংঘঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকারী কোন আচরন বা মন্তব্য করা যাবে না ।
- ৪.২.৪ সংঘঠনের প্রতিটি সভায় সাংগঠনিক অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যেক সেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ।
- ৪.২.৫ সংঘঠনের কোন কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় সংঘঠনের ইউনিফর্ম এবং পরিচয়পত্র পরিধান করা বাধ্যতামূলক ।
- ৪.২.৬ কোন সেচ্ছাসেবক সংঘঠনের ইউনিফর্ম পরিধান করে কোন প্রকার রাজনৈতিক বা অন্য কোন সংঘঠনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করতে পারবে না ।
- ৪.২.৭ কোন সেচ্ছাসেবক কোন সভায় অনুপস্থিত বা অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে তাহা উপযুক্ত কারন দর্শানো সাপেক্ষে সংঘঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কে অবহিত করতে হবে ।

## ৪.৩ সাধারণ সদস্যদের অধিকার :

### ৪.৩.১ দায়িত্ব :

- সজাগ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেচ্ছাসেবি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহন ।
- সজাগ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগীতা ।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলা ।

### ৪.৩.২ অধিকার :

- সংগঠনের সদস্যদের মতামত গুরুত্ব সহকাণ্ডে বিবেচনা করা হবে ।

## ৪.৪ সদস্যপদ বাতিল :

- গুরুতর আচরণ বিধি লংঘন, গুরুতর শৃংখলা বিরোধী কর্মকান্ড, চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করলে ।
- দেশের সংবিধান বিরোধী বা প্রচলিত আইন বিরোধী কর্মকান্ডে যুক্ত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে ।
- উপযুক্ত কারন দর্শানো বাতিরেকে পরপর তিনটি সাধারণ সভায় আনুপস্থিতি ।

## ৪.৫ কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি :

### ৪.৫.১ পুরস্কার :

সেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রমে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে মাসিক ও বাৎসরিক মূল্যায়ন রিপোর্টে 'ও' ভিত্তিতে সেচ্ছাসেবকদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে ।

- যে সব সদস্য সঠিক সময় জ্ঞান অনুসরণ করে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে ।
- সংগঠনের জন্য বা বিভিন্ন সেবা মূলক কাজের জন্য সব থেকে সুন্দর আইডিয়া প্রদান করে ।
- সকল কার্যক্রম অনুসারে সেরা সেচ্ছাসেবক ।

### ৪.৫.২ সম্মানজনক পদোন্নতি :

কার্যনির্বাহী পরিষদ যদি উপযুক্ত মনে করে তবে কোন নির্ধারিত সেচ্ছাসেবক যিনি দীর্ঘদিন যাবত নিজপদে থেকে নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্বপালন করেছেন, তাকে পদোন্নতি প্রদান করা যেতে পারে ।

## ৪.৬ আজীবন সদস্যপদ :

৪.৬.১ এককালীন পাঁচ হাজার (৫০০০) টাকা প্রদান এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সজাগের আজীবন সদস্যপদ প্রাপ্ত হবেন ।

৪.৬.২ আজীবন সদস্যগন সাধারণ সদস্যদের মতো মাসিক ভিত্তিক অনুদান প্রদান করতে পারবেন ।

৪.৬.৩ সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাদের মেয়াদকাল অতিবাহিত হবার পর পুনরায় সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক না হলে আজীবন সদস্য হিসেবে সম্মানিত হবেন।

#### ৪.৭ সম্মানিত সদস্য :

##### ৪.৭.১ সদস্যপদ প্রাপ্তি :

বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সজাগ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে উদ্ধুদ্ধ ও সহযোগীতার মনোভাব পোষন করলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মানিত সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে। তবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ মতামত লাগবে।

##### ৪.৭.২ দায়িত্ব ও অধিকার :

- সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনায় সর্বাঙ্গিকভাবে সহযোগীতা প্রদান করবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন, তবে কোন প্রকার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

#### ৪.৮ অব্যাহতি :

৪.৮.১ সাধারণ সম্পাদক এর মাধ্যমে সভাপতির নিকট উপযুক্ত কারন উল্লেখ পূর্বক লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সম্মানিত সদস্য অব্যাহতি প্রার্থনা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এক মাসের লিখিত নোটিস দিতে হবে।

৪.৮.২ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে সহ-সভাপতির মাধ্যমে সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

#### ৪.৯ সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা :

দেশের আইন ভঙ্গকারী, সরকার বা রাষ্ট্রবিরোধী এবং জঙ্গী কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে তিনি সজাগ ফাউন্ডেশনের সদস্য হিসেবে কখনোই আন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

### অনুচ্ছেদ ৫ : ( উপদেষ্টা পরিষদ )

#### ৫.১ উপদেষ্টা কমিটি :

৫.১.১ পদাধিকার বলে একজন সাংসদ সদস্য বা তার সমতুল্য ব্যাক্তিবর্গ সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হবেন। এছাড়া একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান, একজন মেয়র তাদের সমতুল্য ব্যাক্তিবর্গ উপদেষ্টা পরিষদ এর সদস্য হবেন।

৫.১.২ উপদেষ্টা কমিটি সর্বোচ্চ ৫ বা ৭ সদস্যের হবে।

৫.১.৩ সজাগ ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করা হবে।

৫.১.৪ সজাগ ফাউন্ডেশনের সকল আনুষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রন জানানো হবে।

৫.১.৫ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের অবশ্যই সজাগ ফাউন্ডেশন এর প্রাথমিক সদস্য হতে হবে।

#### ৫.২ উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা :

ধারা-১ : সজাগ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে দেশ এবং সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের ছড়িয়ে দিতে সহযোগীতা করন।

ধারা-২ : সজাগ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়নে সহযোগীতা প্রদান।

### অনুচ্ছেদ ৬ : ( কার্যকরী পরিষদ )

#### ৬.১ কার্যকরী পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

৬.১.১ কার্যকরী পরিষদের যে কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে ( সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ব্যতিত ) নূন্যতম ছয় (৬) মাসের সাধারণ সদস্যপদ থাকতে হবে।

৬.১.২ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হতে হলে নূন্যতম একবছর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হতে হবে।

৬.১.৩ সভাপতি প্রার্থী হতে হলে ন্যূনতম দুটি (২) টি প্রজেক্ট কমিটির প্রধান এবং অন্য যে কোন চারটি(৪) প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হতে হবে ।

৬.১.৪ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হতে হলে ন্যূনতম দুটি (২) টি প্রজেক্ট কমিটির প্রধান হতে হবে এবং দুটি (২) প্রজেক্ট এর সদস্য হতে হবে ।

৬.১.৫ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কে অবশ্যই ন্যূনতম স্নাতক বা তার সমতুল্য পাশ হতে হবে ।

৬.১.৬ কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যকে স্নাতক বা তার সমতুল্য পর্যায়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে ।

৬.১.৭ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পরপর দুবার এর বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না ।

## ৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন প্রকৃতি :

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মন্ডলী

পদবী ও পদসংখ্যা

সভাপতি-১

সহ-সভাপতি-২

সাধারণ সম্পাদক-১

সহ-সাধারণ সম্পাদক-১

অর্থ-সম্পাদক-১

সহ-অর্থ-সম্পাদক -১

প্রচার সম্পাদক-১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক-১

দপ্তর সম্পাদক-১

সহ-দপ্তর সম্পাদক-১

কার্যকরী সদস্য-৫

## ৬.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নিয়ম :

৬.৩.১ কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী বা কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন এর পদ দখলকারী কেউ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না ।

৬.৩.২ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত/দোষী সাব্যস্ত কেউ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না ।

৬.৩.৪ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ২৫ জন এর অধিক হবে না ।

৬.৩.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ১ বছর, ০১ জুন থেকে পরের বছর ৩০ জুন মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে ।

৬.৩.৬ পরিচালনা পর্ষদ এর সকল সদস্য অবশ্যই সুশিক্ষিত, ভদ্র, অধূমপায়ী, সকল প্রকার মাদক সেবন মুক্ত হতে হবে । সকলের আলোচনার সংগঠনের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে ।

৬.৩.৭ কমিটিতে কমপক্ষে দুই (২) জন নারী সদস্য হতে হবে । তবে উপযুক্ত নারী সদস্য না পাওয়া গেলে উক্ত দুটি পদ শূন্য থাকবে বা অতি প্রয়োজনে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কারো দ্বারা পরিচালিত হবে ।

## ৬.৪ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার :

### ৬.৪.১ সভাপতি :

- তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধান হবেন এবং তার নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবেক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে ।
- দালিলিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকী ও পরিচালনা এবং দলীয় শৃঙ্খলার তদারকী ।
- সভা আহবান করা ।
- বাৎসরিক রিপোর্ট প্রদান করতে হবে, প্রজেক্ট এর কার্যকাল শেষ হলে ।
- যোগাযোগ বজায় রাখা- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবেন ।
- যথাযত সভা পরিকল্পনা করা, এজেন্ডা তৈরিতে সাধারণ সম্পাদক এর সহায়তা করা ।
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।
- পদাধিকার বলে তিনি সকল প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হবেন, যা উক্ত কমিটিতে অনুপস্থিত থাকবে ।
- কার্যকরী পরিষদেও অনুমোদনক্রমে অন্য সকল কমিটি গঠন ও অনুমোদন করবে ।
- কোন পদ শূন্য হলে কার্যকরী কমিটির অনুমোদনক্রমে শূন্যপদ পূরণ করবে ।

#### ৬.৪.২ সহ-সভাপতি :

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব সহ-সভাপতি পালন করবেন এবং সভাপতিকে যাবতীয় কাজে সাহায্য, সাধারণ সদস্য ও পরিচালনা পরিষদ এর মধ্যে সেতুবন্ধন, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা তার কাজ ।

#### ৬.৪.৩ সাধারণ সম্পাদক :

- দালিলিক যাবতীয় কর্মকান্ড তদারকী ও পরিচালনা এবং দলীয় শৃঙ্খলার তদারকী ।
- সকল সভার কার্যবিবরণী তৈরী ও সংরক্ষণ, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী ও সংরক্ষণ ।
- পূর্ববর্তী কার্যবিবরণী সবার সকল সদস্যের হাতে দেয়া ।
- যথাযত সভা পরিকল্পনা করা, এজেন্ডা তৈরি ।
- বিভিন্ন স্থান হতে আগত চিঠির জবাব ।
- পুরাতন ফাইল, রেজিস্টার সঠিক করে ইতিহাস সংরক্ষণ ।
- সভাপতিকে প্রশাসনিক সকল কাজে সহায়তা করা ।
- সকল পরিচালক, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদেও নিকট হতে লিখিত রিপোর্ট সংগ্রহ ।

#### ৬.৪.৪ সহ-সাধারণ সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক এর সকল দায়িত্ব পালন করবেন । এছাড়া সাধারণ সম্পাদক এর সকল কাজে তাহার অনুমতি সাপেক্ষে সহায়তা করন

#### ৬.৪.৫ অর্থ-বিষয়ক সম্পাদক :

- সংগঠনের বাজেট প্রণয়ন করা ।
- অডিট কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে ।
- সদস্যদের নিকট থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অনুদান গ্রহন করবে ।
- প্রজেক্টগুলোর জন্য ব্যয় নির্ধারণ ও অর্থ-সংস্থানে সহায়তা ।
- অর্থ বিষয়ক সম্পাদক যাবতীয় আর্থিক হিসাব রাখবেন ।
- স্থানীয় ব্যাংকের সাথে হিসাব রক্ষণ করবে ।
- ব্যাংকের হিসাবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থবিষয়ক সম্পাদক এই তিনজনের নামে পরিচালিত হবে ।
- তিনি সংগঠনের সকল প্রকার আয়-ব্যয়/ ব্যাংক একাউন্ট সহ, সকল প্রকার হিসাব সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখবেন ।

#### ৬.৪.৬ সহ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক :

অর্থ-বিষয়ক সম্পাদক কে তার আয় ব্যয় এর কাজে সহযোগীতা করবেন এবং অর্থ-বিষয়ক সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে তার ন্যায় কার্য পরিচালনা করবেন ।

#### ৬.৪.৭ দপ্তর সম্পাদকঃ

- সংগঠনের সকল ফাইল ও রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- সদস্যদের তালিকা ও বিবরণ সংরক্ষণ ।
- অপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ।
- সভা চলাকালীন সময় যে কোন সমস্যা সমাধান ।
- সভার সকল চেয়ার, টেবিল, ডায়াস, ব্যানার ইত্যাদি ব্যবস্থাকরন ।
- উপস্থিতির খাতায় সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ ।
- সংগঠনের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ।

#### ৬.৪.৮ প্রজেক্ট বিষয়ক সম্পাদকঃ

- নতুন নতুন প্রজেক্ট গ্রহন ও মূল্যায়ন ।
- নতুন প্রজেক্ট এর ধারণা কার্যকরী পরিষদকে আবহিত করন ।

#### ৬.৪.৯ প্রচার সম্পাদক :

- যাবতীয় প্রকাশনার দায়িত্ব, যা পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারন করবে এবং সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় ।
- নতুন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ( YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE ) সকল ধরনের তথ্য দৈনন্দিন ভিত্তিক আপডেট করা ।
- বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা ।
- সংগঠনের সাফল্য সদস্যদের অবহিত করন ।
- সকল প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিওগুলো সংরক্ষন ও প্রকাশ করন ।

#### ৬.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

##### ক্ষমতা :

৬.৫.১ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

##### কার্যাবলী :

৬.৫.২ কার্যনির্বাহী কমিটি সংবিধান অনুযায়ী সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন । তাদের দায়িত্ব পালন কালের মেয়াদকালের যাবতীয় কর্মসূচী তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিবেন ।

৬.৫.৩ বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন এবং তা বার্ষিক সভায় জমা দিবেন ।

কার্যনির্বাহী কমিটি কার্যকরী বম্বের শুরুতেই বিভিন্ন কর্মসূচী ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করবেন । আয় ব্যয়ের সাম্ভাব্য বাজেট প্রনয়ন করবেন ।

#### ৬.৬ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বর্জনীয় :

৬.৬.১ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সংগঠন এর সুনাম ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কার্যকলাপ অংশগ্রহন করতে পারবেন না । এ ধরনের কোন কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংগঠন উক্ত কার্যনির্বাহী সদস্যে ঐ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল এর অধিকার রাখে ।

৬.৬.২ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন কাজ সংগঠন এর কার্যনির্বাহী সদস্য করতে পারবে না ।

৬.৬.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সভাপতির অনুমতি না নিয়ে একটানা তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে । এ ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদেও মতামতের ভিত্তিতে শূন্য পদ পূরন করা যাবে ।

৬.৬.৪ সংগঠনকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না ।

৬.৬.৫ পরিচালনা কমিটির কারো বিরুদ্ধে অনৈতিক লেনদেন বা কার্যক্রমের প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং স্থানীয় সরকারী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

৬.৬.৬ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক প্রতিষ্ঠান স্বার্থ বিরোধী কাজে যুক্ত হলে পরিচালনা পর্ষদে সর্বসম্মতি ক্রমে (কারণ দর্শানোর নোটিশ ব্যর্থ হলে ) অপসারিত হবেন ।

#### ৬.৭ কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগের নিয়ম :

৬.৭.১ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করতে চাইলে উপযুক্ত কারন উপস্থাপন পূর্বক ১নং সহ-সভাপতির নিকট আবেদন করবেন

৬.৭.২ সহ-সভাপতি ইচ্ছা করলে পদত্যাগপত্র গ্রহন করতে পারেন আবার বর্জন ও করতে পারেন ।

৬.৭.৩ অন্য সকল কার্যনির্বাহী সদস্য সভাপতি বরাবর উপযুক্ত কারন উল্লেখ পূর্বক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতির আবেদন করতে পারবেন । আবেদন করার এক মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত নিবেন । তবে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে ।

#### ৬.৮ পরিচালনা পর্ষদের নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি :

পরিচালনা পর্ষদের কোন পদ খালি হলে পর্ষদেও ৩/২ ভোটে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবেন ।

#### ৬.৯ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা :

৬.৯.১ কার্যনির্বাহী কমিটির তিন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

- ত্রৈমাসিক সভা
- জরুরী সভা
- বার্ষিক সভা ।

৬.৯.২ অনুষ্ঠানিক সভা প্রতি তিন (৩) মাস ( মার্চ,জুন, সেপ্টেম্বর) পরপর অনুষ্ঠিত হবে ।



৬.৯.৩ জরুরী প্রয়োজনে কিংবা বিশেষ প্রজেক্ট বা পোছাম বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন সময়ে স্বল্প নোটিশে সভা আহবান করতে পারবে।

৬.৯.৪ প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবার কমিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তা পরিবর্তনযোগ্য।

৬.৯.৫ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির/সাধারণ সম্পাদক এর অনুমতি সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য কোন সদস্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৬.৯.৬ সভার নোটিশ- সভার নোটিশ কমপক্ষে তিন(৩) দিন পূর্বে প্রদান করতে হবে।

৬.৯.৭ বিশেষ সভার ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের আহবানে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৬.৯.৮ সভার স্থান- সজাগ ফাউন্ডেশন এর অফিসে বা পূর্ব নির্ধারিত যে কোন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৬.৯.৯ কোরাম- সভায় কার্যকরী কমিটির (১/৩) সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ না হলে সভাপতি সভা স্থগিত করবেন।

৬.৯.১০ সভার কার্যবিবরণী- পূর্বতন সভার কার্যবিবরণী এবং এই সভার আলোচ্য সূচী সকলকে সরবরাহ কর এবং অনুমোদন নেয়া।

৬.৯.১১ প্রাপ্তি স্বীকার- বিভিন্ন চিঠি, অনুদান, বিশেষ কিছু সংগঠন প্রাপ্ত হলে তা সকলকে অবহিত করতে হবে।

৬.৯.১২ পয়েন্ট অভ অর্ডার- মিটিং চলাকালে যে কেউ কথা বলতে চাইলে তাকে বক্তব্য প্রদান হতে বিরত রাখতে হবে।

৬.৯.১২ একটা বিষয় নিয়ে কোন এক সদস্য বলার পর অন্য সদস্য একই কথা বলতে চাইলে তাকে বক্তব্য প্রদান হতে সভার সভাপতি বিরত রাখতে পারবেন।

৬.৯.১৪ পূর্বতন যে কোন অনুষ্ঠানের সমালোচনা, আলোচন করতে পারবে। পূর্বতন প্রজেক্ট নিয়ে পর্যালোচনা-আলোচনা। পয়েন্ট অব অর্ডারে যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা।

৬.৯.১৫ ঘোষণা- কোন ঘোষণা কোন সদস্যদেও বা সংগঠনের পক্ষ থেকে থাকলে জানিয়ে দেয়া হবে।

৬.৯.১৬ দপ্তর সম্পাদক এর রিপোর্ট প্রদান।

৬.৯.১৭ সবশেষে সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করবেন।

#### ৬.১০ কার্যকরী সদস্যপদ বাতিল :

৬.১০.১ পরপর তিনটি আনুষ্ঠানিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার কার্যকরী সদস্যপদ রহিত করা হবে। কিন্তু তার সাধারণ সদস্যপদ বহাল থাকবে।

৬.১০.২ তবে সংঘর্ষের অন্য কোন প্রজেক্ট বা অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, আনুষ্ঠানিক সভার উপস্থিতি বলে গণ্য হবে।

#### ৬.১১ অভিসংগন :

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বার্থবিরোধী কোন কার্যক্রমে, এককথায় নিয়ম বহিষ্কৃত কোন কাজে যুক্ত থাকলে কার দর্শানো নোটিশ ব্যর্থ হলে কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যদের অনুমতি ক্রমে ঐ সদস্য অভিসংগনিত হবেন।

#### অনুচ্ছেদ ৭ : ( আয়-ব্যয় )

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এর সংবিধান এর..... ধারা অনুযায়ী সজাগ ফাউন্ডেশনের সকল প্রকার আয় ব্যয় করমুক্ত। প্রতিষ্ঠান শেয়ার মার্কেটের আন্তর্ভুক্ত কখনো হবে না। প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ কোনভাবেই এর সদস্য, পরিচালক, সহযোগী সদস্য বা অন্য কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা যাবে না। তবে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের মাসিক বেতন প্রদান করতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের দায় পূরনে দাতব্য কাজে, সামাজিক, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান প্রসারে ব্যয় করা যাবে।

#### ৭.১ ব্যাংক হিসাব :

৭.১.১ স্থানীয় তফসিলী ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি চলতি হিসাব খোলা হবে।

৭.১.২ সংগঠনের একটাই যৌথ ব্যাংক হিসাব থাকবে যেখানে সংগঠনের সকল অর্থ জমা থাকবে।

৭.১.৩ সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাদক্ষ ব্যাংক হিসাবের পরিচালক থাকবেন। তাদের মধ্যে যে কোন দুজনের স্বাক্ষর ব্যতিত কোন ধরনের অর্থিক লেনদেন করা যাবে না।

৭.১.৪ ব্যাংক হিসাব দেখাশুনার দায়িত্ব থাকবে অর্থ বিষয়ক সম্পাদকের। তিনি সংগঠনের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব রাখবেন। সংগঠন কর্তৃক আয়কৃত অর্থ তিনি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবেন। তবে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ব্যতিত তিনি ব্যাংক হিসাব থেকে কোন অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না।

৭.১.৫ ব্যাংক হিসাবের পরিচালার ক্ষেত্রে অর্থ বিষয়ক সম্পাদককে সহকারী অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সহযোগীতা করবেন।

৭.১.৬ ব্যাংক হিসাবে শুধুমাত্র সজাগ ফাউন্ডেশন এর অর্থ লেনদেন হবে, অন্য কোন অর্থ এই হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

## ৭.২ সংগঠনের আয়ের উৎস :

- ৭.২.১ সংগঠনের প্রধান আয় সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক ন্যূনতম ১০ টাকা হারে আদায়কৃত অনুদান ।
- ৭.২.২ প্রতিষ্ঠান বিশেষ ডোনেশন গ্রহণ করতে পারবে ।
- ৭.২.৩ এছাড়া সংগঠনের ফরম বিক্রির টাকা অন্যতম আয়ের উৎস ।
- ৭.২.৪ সংগঠন বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করতে পারে, যার মাধ্যমে আয়কৃত উদ্ভূত অংশ তহবিলে জমা হতে পাও ।
- ৭.২.৫ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গেও ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করতে পারবে ।
- ৭.২.৬ সংগঠনের নাম ও লগো সংযুক্ত টি-শার্ট ও ব্যাগ বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে ।
- ৭.২.৭ সংগঠনের স্বার্থে যে কোন ধরনের সামাজিক ব্যবসা ।
- ৭.২.৮ অনুষ্ঠান বাবদ সংগৃহীত চাঁদা ।
- ৭.২.৯ সরকারি অনুদান ।
- ৭.২.১০ তহবিল বৃদ্ধি করন প্রকল্প যেমন- চ্যারিটি কনসার্ট )
- ৭.২.১১ বেসরকারী অনুদান ।
- ৭.২.১২ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ।

## ৭.৩ সংগঠনের ব্যয়ের উৎস :

- ৭.৩.১ সংগঠনের মোট তহবিলের ৭০% এর বেশি অর্থ উত্তোলন করা যাবে না ।
- ৭.৩.২ কার্যনিবাহী কমিটি সংগঠন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠনের তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন কওে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবেন ।

## ৭.৪ সংগঠনের অর্থিক অবস্থা প্রদর্শন :

- ৭.৪.১ সংগঠনের কার্যনিবাহী পরিষদ শুধুমাত্র অর্থিক আবস্থা দেখতে পারবে যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে ।
- ৭.৪.২ ১৫ দিনের নোটিশে প্রতিষ্ঠানের অর্থিক আবদানকারী যে কোন ব্যক্তি অর্থ-সম্পাদক এর নিকট হতে হিসেব দেখতে পারবে ।
- ৭.৪.৩ বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা অর্থিক আবস্থা জানার অধিকার রাখে, তবে কার্যনিবাহী পরিষদ এর অনাপত্তি থাকতে হবে ।
- ৭.৪.৫ সংগঠনের প্রয়োজনে বেতনভুক্ত কর্মচারি রাখতে পারবেন ।

## ৭.৫ সীমাবদ্ধতা :

কোন ধরনের বানিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করা যাবে না । দৈনন্দিন প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করা যাইবে এবং অর্থ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা নিজ হেফাজতে রাখতে পারবেন ।

## অনুচ্ছেদ ৮ : ( নির্বাচন )

### ৮.১ নির্বাচন কমিশনঃ

- ৮.১.১ পাঁচ ( ৫ ) সদস্যের নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে ।
- ৮.১.২ এর মধ্যে দুজন হবেন কো-ফাউন্ডার,একজন হবেন সর্বশেষ কমিটির সভাপতি এবং বাকি ২ জন সংগঠনের সদস্য বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সম্মানিয় ব্যক্তিবর্গ ।
- ৮.১.৩ কো-ফাউন্ডার কোন পদে প্রার্থী হয়ে থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশনের উক্ত শূন্য পদ সদস্য বা সকলের কাছে সম্মানিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ দিয়ে পূরণ করা হবে ।

### ৮.২ নির্বাচিত পদসমূহ :

নির্বাচনে শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন ।

### ৮.৩ অন্যান্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া :

- ৮.৩.১ সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, নির্বাচন কমিশন এবং কো-ফাউন্ডার বাকি সদস্য পদ গুলো পূরণের জন্য সদস্যদের কাছ থেকে আবেদন আহবান করবে । যেখান থেকে উক্ত ব্যক্তিবর্গ যোগ্যতার ভিত্তিতে বাকি শূন্য পদ গুলো পূরণ করবে ।
- ৮.৩.২ দুই(২) বছর মেয়াদী নতুন কার্যনিবাহী কমিটি গঠিত হবে ।

#### ৮.৪ নির্বাচন কমিশনের সময়কাল :

৮.৪.২ অক্টোবর এর ৩০ তারিখের মাঝে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে ।

৮.৪.২ নভেম্বর এর ১ তারিখ থেকে ১৫ নভেম্বর এর মাঝে নির্বাচন কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে ।

৮.৪.৩ নতুন নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৬ ডিসেম্বর দায়িত্ব হস্তান্তর করবে ।

#### অনুচ্ছেদ-৯ : (বিভিন্ন কমিটি )

সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভাপতির অনুমোদন ক্রমে বিভিন্ন প্রজেক্ট এর জন্য আলাদা আলাদা কমিটি গঠিত হবে ।

##### ৯.১ প্রজেক্ট কমিটির :

৯.১.১ প্রজেক্ট বিষয়ক সম্পাদক প্রজেক্ট কমিটির কো-অর্ডিনেটর হবেন এবং তার অধীনের একজন এডমিন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য থাকবেন । এডমিন প্রজেক্ট কমিটির প্রধান হবেন ।

৯.১.২ এই কমিটি গুলোর কার্যক্রম প্রজেক্ট চলাকালীন সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর প্রজেক্ট প্রধান প্রজেক্ট বিষয়ক সম্পাদক এর নিকট সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রদান করার মাধ্যমে এই কমিটির কার্যক্রম শেষ হবে ।

৯.১.৩ প্রজেক্ট বিষয়ক সম্পাদক প্রজেক্ট এর সম্পূর্ণ রিপোর্ট অর্থ-বিষয়ক সম্পাদক এবং সভাপতির নিকট জমা দিবেন ।

৯.১.৪ প্রজেক্ট শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ এক মাস ( ৩০ দিন ) এর মধ্যে প্রজেক্ট এর রিপোর্ট জমা দিতে হবে ।

৯.১.৫ সভাপতি যে কোন সময় প্রজেক্ট কমিটির যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন ।

##### ৯.২ সহযোগী কমিটির :

৯.২.১ যে কোন অনুষ্ঠানে সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা নিজ নিজ শাখার প্রতিনিধিত্ব করবেন ।

৯.২.২ সহযোগী সংগঠনের সভাপতি বা প্রধান কার্যকরী কমিটির সদস্যের সমমর্যাদা ভোগ করবেন, তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না ।

৯.২.৩ সহযোগী সংগঠনের সদস্যগণ সজাগ ফাউন্ডেশনের মাসিক সভায় যোগদান করবেন এবং সাধারণ সদস্যদেও সকল সুবিধা, অসুবিধা কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবেন ।

সংগঠনের নিম্নোক্ত উপ-কাঠামো গুলো

- রক্ত দান বা স্বাস্থ্য সেবা মূলক উপকমিটি
- বৃক্ষরোপন বিষয়ক উপকমিটি
- শিক্ষা বিষয়ক উপকমিটি
- সাংস্কৃতি বিষয়ক উপকমিটি
- পরিবেশ বিষয়ক উপকমিটি
- অডিট কমিটি : যারা সজাগের আয়-ব্যয় সহ সকল কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করবে ।